আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ বাংলাদেশ

IFI WATCH BANGLADESH

বর্ষ ৩, সংখ্যা ১
ফেব্রুয়ারী ২০০৬

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তি ও জনগণের উদ্বেগ

বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তি: আসলে বিষয়টা কী

"আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংগঠন আইন ১৯৭২" এর একটি খসড়া সংশোধনী জাতীয় সংসদের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য যে প্রস্তাবনা রাখা হয়েছে সেখানে আইনের আর্টিকেল ৮ এর পর নতুন দু'টি আর্টিকেল (৮এ ও ৮বি) সন্নিবেশিত হয়েছে। এই নতুন আর্টিকেল দু'টির বলেই বিশ্বব্যাংক ও আইএএফ বাংলাদেশের আইন-কানুনের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। এবং এর মধ্যদিয়েই প্রতিষ্ঠান দুটিকে "দায়মুক্তি" প্রদান করা হবে।

আমরা সকলেই জানি, 'দায়মুক্তি' আপাত দৃষ্টিতে একটি আইনগত বিষয়। আইনের পরিবর্তন হলেই এটা সম্ভব হবে। কিন্তু বিশ্বব্যাংক এবং তার সহযোগী আইএমএফকে বাংলাদেশের সকল আইন-কানুন থেকে দায়মুক্ত হবার মানে হলো এই দুই প্রতিষ্ঠান, তাদের কাজ- কর্ম যতই ক্ষতিকর হোক না কেন, বাংলাদেশের কোন আদালতে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, এমনকি সরকারও তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারবে না। জনগণের কাছে তাদের কোন জবাবদিহিতা থাকবে না অথচ তারা জনকল্যাণে কাজ করবে! তাহলে নীট ফল হচ্ছে তারা আমাদের দেশের আইনের উর্দ্ধে চলে যাবে।

অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাবিত এই বিলের শেষাংশে "উদ্দেশ্য ও কারণ-সম্বলিত বিবৃতি" শিরোনামে একটি অধ্যায় রয়েছে যেখানে এই বিল এর প্রয়োজনীয়তা কেন দেখা দিল তা'র ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বর্তমান আইনে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বব্যাংক দায়মুক্ত নয়। "কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে" মাননীয় অর্থমন্ত্রী ঐ দায়মুক্তি প্রদানের প্রস্তাব করছেন। খুব সঙ্গত কারণেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা একটা প্রশ্ন করতে পারি: বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ'র কার্যনির্বাহের ক্ষেত্রে কি "সীমাবদ্ধতা" সৃষ্টি হয়েছে এবং কি সেই "বাস্তব অবস্থা", যার জন্য আপনি তাদের হয়ে দায়মুক্তির বিধান প্রস্তাব করছেন। অর্থ মন্ত্রীর কাছে এর কোন যুৎসই ব্যাখ্যা নেই, এটা নিশ্চিত। যতদূর জানা যায়, অর্থ মন্ত্রনালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এই বিষয়টি নিয়ে কথা উঠেছিল। স্থায়ী কমিটিতে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছিল, যার অন্যতম কারণ হলো- সচেতন মহলে এই বিলের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যায়নি, এমনকি বিশ্বের কোন দেশেই এধরণের দায়মুক্তি প্রদানের নজির নেই।

তবে অর্থ মন্ত্রী যে "বাস্তব" অবস্থার কথাটা বলেছেন সেটা কিন্তু সত্য। তবে এই সত্যটা এটু নির্মমও বটে। কেননা একটি স্বাধীন ও স্বার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকারের ওপর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান চাপ সৃষ্টি করে একটি অনায্য দাবী আদায় করে নিতে পারে- এ উদাহরণ খুব বেশী পাওয়া যাবে না। আমাদের অর্থ মন্ত্রী এই নির্মম বাস্তবতাকে বোঝাতেই কি "বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে" কথাগুলো লিখেছেন? এটা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে, সেটা কোন বাস্তবতা নয়, এর নাম "অসহায় অবস্থা"!

বিশ্বব্যাংক - কার ব্যাংক

বিশ্বব্যাংক নামটি এক অর্থে বেশ বিভ্রান্তিকর। নাম শুনে চটজলদি মনে হতে পারে এটি বিশ্বের সকল মানুষের না হোক, সকল দেশের ব্যাংক। হয়তো তা হতে পারতো, কারণ বিশ্বব্যাংক সদস্য রাষ্ট্রসমূহের একটি সমবায়মুলক প্রতিষ্ঠান। তবে বাস্তবে বিশ্বব্যাংক সকল রাষ্ট্রের জন্য সমহারে ফলদায়ক নয়। জাতিসংঘের মতো এখানে "এক রাষ্ট্র-এক ভোট" নীতি কার্যকর নয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটা বরাবরই বড়লোক কেন্দ্রিক।

বিশ্বব্যাংকের নথিপত্র-পরিকল্পনা-উন্নয়ন নীতি সর্বত্রই দরিদ্র জনগণের কথার ছড়াছড়ি। তারা নিজেরা তো বটেই সকল বড় বড় দাতা সংস্থাও এক বাক্যে এটি মেনে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিশ্বব্যাংকে পুঁজিবাদী উন্নত দেশগুলোর স্বার্থে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে। আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায় এই প্রতিষ্ঠানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল বিবেচনা "অরাজনৈতিক ও টেকনিক্যাল" হবার কথা থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খোলামেলা প্রভাব সুস্পষ্ট।

সুশাসন, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণের বুলি কপচানোতে ওস্তাদ বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পদ্ধতিটি ধনিক শ্রেণী কেন্দ্রিক এবং দরিদ্র্য বিদ্বেষী। দয়া করে বিশ্বব্যাংকের ভোট কাঠোমোর দিকে নজর দিন বিষয়টি অত্যন্ত খোলাসা হবে। বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে ভোটের গুরুত্ব অপরিসীম। নূন্যতম ১৫ শতাংশ ভোট না হলে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করা যায় না। মজার ব্যাপার হলো ঐ নিদিষ্ট সংখ্যক ভোট কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আছে। তাই শক্তির দাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ এর যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিতে পারে এমনকি অন্য সকল রাষ্ট্রও যদি সে সিদ্ধান্তের পক্ষে থাকে। এই ভোটের জোরেই বিশ্বব্যাংকের প্রধান যাতে কেবল একজন মার্কিনীই হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ শতাংশ ভোটের বিপরীতে বাকী ৮০ শতাংশ দরিদ্র্য দেশের সম্মিলিত ভোটের পরিমাণ মাত্র ১০ শতাংশ।

বিশ্বব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে সবচেয়ে বেশি ভোটাধিকার সম্পন্ন পাঁচটি দেশ হচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্র। এরা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও জাপান। এদের প্রত্যেকের একটি করে আসন পরিচালনা পর্ষদে বরাদ্দ আছে। অপর তিনটি রাষ্ট্র যথা সৌদিআরব, চীন ও রাশিয়া এদের জন্য রয়েছে একটি আসন। বাকী ১৭৬ টি সদস্য দেশের জন্য রয়েছে মাত্র ১৫ টি আসন। যদি সদস্য সংখ্যার অনুপাতে বিশ্বব্যাংকের বোর্ডে আসন সমূহের ন্যায্য বন্টন হতো তাহলে ব্যাংকের ২৪ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডে ধনী দেশগুলো পেতো মাত্র ৫ টি আসন।

ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো আমাদের বলে দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক পুঁজিবাদীদের একটি এলিট ক্লাব। গণতন্ত্র, সমঅধিকার, অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা বিশ্বব্যাংক কাঠামোতে নির্বাসিত।
সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মানবতা বিরোধী ইরাক যুদ্ধের অন্যতম নায়ক যুদ্ধবাজ পল উলফোবিৎস শুধু মার্কিন শাসক শ্রেণীর অনুকম্পার কারণে সম্প্রতি বিশ্বব্যাংকের নির্বাহী প্রধান হয়েছেন। এরপরেও কি বিশ্বাস করতে হবে বিশ্বব্যাংক দরিদ্র্যদের জন্য কাজ করে?

বিশ্বব্যাংক ও গরীবের উন্নতি: যৎসামান্য তথ্য

বিশ্বব্যাংক প্রায় ৬০ বছর ধরে সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী বিশ্বের দর্শন ও ছত্রছায়ায় গরীবী হটানোর (না সৃষ্টি!) চেষ্টায় লিপ্ত। অহর্নিশ তারা গরীবী হটানোর তালিম দিচ্ছে এবং পৃথিবীর প্রায় সকল গরীব দেশে নানা নীতিকৌশলের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের চেষ্টাও করছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাংক আমাদের ঘাড়ে সাওয়ার হয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে বাধ্য করেছে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর ভয়ে তটস্থ শাসকশ্রেণী একান্ত অনুগত ছাত্রের মতো সব অর্থনৈতিক কৌশল বাংলাদেশে যথাসাধ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে।

বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে অসমতা তৈরি করেছে এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে এটা আরো সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। বেকারত্ব, ভূমিহীনতা, সম্পদ হানি, এগুলোর হার শুধু বেড়েই চলেছে। একই সাথে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর হারে কোন পরিবর্তন আসেনি। এই লক্ষণগুলো কোন দুর্ঘটনা নয় বরং সম্পদ বন্টন, সম্পদের মালিকানার কাঠামো এসবেরই প্রতিফলন ঘটেছে গত দুই দশক ধরে।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ - The Innovators
বাড়ি- ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org; ওয়েব: www.unnayan.org

এটা বর্তমান বাস্তবতা। বলা দরকার এই বাস্তবতা সামনে আরো চলবে, কেননা তাদের নীতি কৌশলের উপর ভিত্তি করে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র তৈরী হয়েছে । স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে বিশ্বব্যাংক চালকের আসনে অবস্থান করছে। বিভিন্ন নীতিমালা বা ঋণ কার্যক্রম, পূর্বে ইমপোর্ট প্রোগ্রাম ক্রেডিট (আইপিসি) হতে শুরু করে বর্তমানে দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্র পর্যন্ত পৌঁছেছে। যে কথাটি স্পষ্ট করে বলতে চাই তাহলো, যে অর্থনৈতিক নীতিমালার কারণে এই নির্মম বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে তা বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ই দিয়েছে। তারা যা বলেছে তা হয়নি।

আমাদের দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির বড় কারণ তাদের নির্দেশিত কর্মসূচী। কর্মসূচীর শর্তানুযায়ী আমরা টিসিবি ও বিএডিসিকে সংকুচিত করেছি। ফলে বর্তমানে সাধারন মানুষ মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হয়েছে। এতবড় একটি ক্ষতিকর কর্মসূচী সংক্রান্ত কোন দলিল দস্তাবেজ, এমনকি খসড়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কোথাও প্রকাশ করেনি।

বিশ্বব্যাংক : নিজের বেলায় ষোল আনা

বিশ্বব্যাংক নিজে প্রতিটি বিষয়ে আইনের আওতার বাইরে থাকতে চায়। দায়মুক্তি চায়। কোন আদালতে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না। কিন্তু অন্যের বেলায় বিশ্বব্যাংক ঋণ গ্রহীতা কোন সদস্যদেশের বিরুদ্ধে বৈদেশিক আদালতে মামলা দায়ের করতে পারে এবং আদালত সংশ্লিষ্ট দেশের মালামাল ক্রোকের আদেশও দিতে পারে।

ঋণ গ্রহীতা দেশকে ঋণের আওতায় বিশ্বের ধনী ৭ টি দেশের নিকট হতে অনেকটা বাধ্যতামুলকভাবে বেশী দামে পণ্য কিনতে হয়। অনেক সময় এসব পণ্যের মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে শতকরা ১০০ ভাগও বেশী হতে পারে। অথচ অনেক কম দামে ঋণ গ্রহীতা দেশসমূহ নিজদেশেই তা কিনতে পারে। কি অদ্ভূত অন্যায্য পদ্ধতি। শুধু ধনী দেশসমূহের অর্থনৈতিক লাভের বলি বানাচ্ছে ঋণগ্রহীতা গরীব দেশসমূহকে। বিশ্বব্যাংক 'স্বচ্ছতা' ও 'জবাবদিহিতার' কথা সদস্য দেশগুলোর জন্য যতটা জোরে বলে নিজে তার ধারে কাছেও যায় না। বিষয়টা এরকম - বিশ্বব্যাংক যা অন্যের জন্য বলে তা নিজে করে না।

বিশ্বব্যাংকের দায়মুক্তি ও জনতার উদ্বেগ

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের প্রস্তাবিত দায়মুক্তি বিলের বিরুদ্ধে আমাদের উদ্বেগসমূহ আমরা মোটাদাগে তুলে ধরতে চাই।

- বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ সহ আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়মুক্ত করার প্রস্তাবিত বিলে যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তার মূল কথা হলো:
  - এ সব প্রতিষ্ঠান সকল ধরণের আইনী প্রক্রিয়া হতে মুক্ত,
  - ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান তথা বহুজাতিক কোম্পানীগুলো কেবল লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে বিশ্বব্যাংক আইএমএফ এর বিরুদ্ধে আদালতের আইনের আশ্রয় নিতে পারবে।
  - এই বিল পাশ হলে শুধু তিনটি বিশেষ বেনিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করবে: বিশ্বব্যাংক পরিবার (আইবিআরডি ও আইডিএ), আইএমএফ এবং বৃহৎ ব্যবসায়ী কর্পোরেশন,
  - ক্ষমতাহীন বা অধিকার বঞ্চিত হবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনতা, তৃণমূল জনসংগঠনসমূহ, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সংগঠন, এনজিও ইত্যাদি।
- আমরা কোন প্রতিষ্ঠানকে, তা যত শক্তিশালী হোক না কেন, আইনের আওতার বাইরে থাকতে দিতে পারি না। আমাদের স্বাধীনতার পর হতে অদ্যাবধি আমাদের উন্নয়ন নীতিতে বিশ্বব্যাংক সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে বিশ্বব্যাংকের নীতিভিত্তিক ঋণের প্রভাব হতে সাধারণ মানুষ মুক্ত নয়। তাই জনগনের অধিকার আছে বিশ্বব্যাংকের উন্নয়ন কাঠামো ও নীতিকে চ্যালেঞ্জ করার, আইনী কাঠামোর মুখোমুখি করার। অন্য কথায় বিশ্বব্যাংক ঋণগ্রহীতা দেশের নাগরিকদের কাছে উন্নয়ন নীতির ফলাফল প্রসংগে জবাবদিহি করতে বাধ্য।
- বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি দেয়ায় অর্থ হলো জনগনকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করা। শুধু তাই নয় জনবিচ্ছিন্ন উন্নয়ন নীতি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ শ্রেণীর প্রতিকারের পথ রুদ্ধ করা। যা মানবাধিকার ও আইনের শাসন এবং উন্নয়নে জনগনের অংশগ্রহণের অধিকারের চেতনার পরিপন্থি। এর সুদূর প্রসারী ফল হবে জাতীয় অর্থনীতি ও সম্পদের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের পথকে রুদ্ধ করে দেয়া।
- দায়মুক্তির ধারণাটি বাংলাদেশের সাংবিধানিক চেতনার পরিপন্থি। সংবিধানের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনগনই দেশের মালিক। জনগনের পক্ষে সরকার দেশ পরিচালনা করবে। তাই রাষ্ট্রীয় সকল নীতিতে জনগনের ইচ্ছার প্রতিফলন থাকতে হবে। এর ব্যতি ক্রম হলে বুঝতে হবে দেশ কারো কাছে বন্দি হয়ে গেছে। এ বন্দিত্ব মেনে নেয়া যায় না। বিশ্বব্যাংক কে দায়মুক্ত করা হলে দেশের জনগনের অধিকারকে খর্ব করা হবে। সংবিধান অনুযায়ী দেশের জনগন কোন কিছুর প্রতিকারের জন্য আদালতে আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। কিন্তু বিশ্বব্যাংককে দায়মুক্তি করা হলে বিশ্বব্যাংকের বিরুদ্ধে জনগনের মামলা করার অধিকারকে অস্বীকার করা হবে। তাহলে এটি স্পষ্ট যে বিশ্বব্যাংক ও আই এম এফকে দায়মুক্তির ধারনা চূড়ান্ত অর্থে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল চেতনার পরিপন্থী।

ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে: আমাদের করণীয়

দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ সহ আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তৃতীয় বিশ্বের নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহের ঘনিষ্ঠতা বাড়ার সাথে সাথে এসব দেশ নিজস্ব উদ্যোগে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা হারিয়েছে। এটা স্বীকৃত যে বিশ্বব্যাংকসহ তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নীতিমালা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদ কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলন মাত্র। পুঁজিবাদী প্রভাবের বলি হয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ। হাত পা-বাঁধা পড়ে গেছে, হারিয়েছে নিজস্ব স্বত্তা। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে এসব দেশকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জাতীয় চাহিদা ও প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ সময়ের দাবী। অপর দিকে আন্তর্জাতিক ঋণদাতা গোষ্ঠীর প্রভাব বলয় হতে নিজেদের আলাদা করতে হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বাংলাদেশে যা করেছে তার বিনিময়ে আমরা তাকে কি দেব? দায়মুক্তি না অন্য কিছু? এদেরেকে দায়মুক্ত করবো না, দায়যুক্ত করবো? এই প্রশ্নটা আজ ভেবে দেখতে হবে। চরম দারিদ্র, বেকারত্ব, পর্বত প্রমান আয়ের অসমতা, সামাজিক অস্থিরতা এসবই সৃষ্টি হয়েছে অর্থনৈতিক স্থবিরতা কিংবা আরো একধাপ এগিয়ে বললে অর্থনৈতিক অধোগতির কারণে। লাভবান বা ফলবান হয়েছে ক্ষুদ্র একটি শহুরে এলিট গোষ্ঠী। একদিকে চরম দারিদ্র ও অন্যদিকে বিলাসী স্বাচ্ছন্দ- আর এসবই ঘটেছে বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ এর চাপিয়ে দেয়া তথাকথিত উন্নয়ন নীতির কারণে। এর দায় দায়িত্ব কে নেবে?

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহ সকল দেশপ্রেমিক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং আন্তর্জাতিক ঋণদাতা গোষ্ঠীর প্রভাব মুক্ত দেশজ চাহিদা ও প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়নের আন্দোলন বেগবান করার জন্য সকলের অংশগ্রহণ কামনা করছি।

- বিশ্বব্যাংক, আইএমএফসহ সকল আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে। বাংলাদেশের যারা এসব প্রতিষ্ঠানে আমাদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন তাদের কার্যকলাপও পর্যালোচনা করতে হবে যাতে আমাদের জন্য ক্ষতিকর কোন নীতি বা কার্যকলাপ গ্রহণ করা না হয়।
- বিদেশী সাহায্য নির্ভর প্রকল্পসমূহ সম্পর্কে সংসদে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে। সকল রাজনৈতিক পেশাজীবী দলের শীর্ষপর্যায়ে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন যাতে দেশের স্বার্থে জনমত তৈরী হয়। এসব প্রকল্প সম্পর্কে জনগণ যাতে জানতে পারে সেজন্য জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে।
- আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা তাদের নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্থগোষ্ঠী বা ব্যক্তি যাতে যথাযথ ক্ষতিপূরণ পায় সেজন্য রাষ্ট্রকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য দেশে জবাবদিহিমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি চালুর প্রচেষ্টা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ / IFI Watch, উন্নয়ন অন্বেষণ-দি ইনোভেটরস্ এর Economic Analysis Wing কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। চলতি সংখ্যাটির বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করেছেন মিজানুর রহমান। আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বাণিজ্য সংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ এর পক্ষে এটি প্রকাশ করেছেন জাকির হোসেন, সদস্য সচিব, বাংলাদেশ কার্যদল।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণের ইংরেজি সংস্করণ পাওয়া যাবে: www.unnayan.org

চলতি সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত।

নিজেরা করি
Nijera Kori

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development